শ্রীশ্রীগুরু পদভরসা মাত্র সার

প্রেম মাধুরী

বাউল সঙ্গীত

রচয়িতা আপনাদের চির পরিচিত

শ্রীজগবন্ধু মোহন্ত

বান্দাবীর

সংশোধনকারী— শ্রীদুর্গাচরণ মাহাত, মাষ্টার ও

নেপাল চন্দ্র মাহাত মাষ্টার

প্রকাশক—শ্রীরামপ্রসাদ মাহাত

সব্জী বীজ বিক্রেতা

প্রচারক শ্রীশশীভূষণ মাহাত

সর্ব্ব সাকিম বান্দাবীর, পোঃ ইচাগুি

জিলা সিংভূম (বিহার)

মূল্য এক টাকা

উৎসাহদাতাগণ—

১। শ্রীরসরাজ মাহাত
২। " আম্বু গোপ
৩। " করম সিংহ মাহাত
৪। " হিকিমচন্দ্র মাহাত, সার্ভে আমিন
৫। " আনন্দ বিহারী মাহাত
৫। " রামরতন মাহাত
৭। " বিভুতিভুষণ মাহাত
৮। " সুফল চন্দ্র মাহাত
৯। " ধনঞ্জয় মাহাত
১৯। " সুচাঁদ মাহাত
১১। " কালিপদ মাহাত
১ । " আমিন গোপ
১৩। " হারাধন মাহাত
১৪। " কান্ত মাহাত

সর্ব্ব সাং বান্দাবীর

শিবশক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও জলধর মাহাত ও জগতরাম মাহাত দ্বারা পরিচালিত ও প্রচারিত।

কবিবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবিবর সন ১৩২৮ সাল ১৭ই মাঘ শুক্রবার ইচাগড় থানার অন্তর্গত বান্দাবীর গ্রামে ৺রেঁঘু মাহাতর ঔরসে সর্ব্ব সুলক্ষণা ধুধী মাহাতানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম বাঘনু মাহাত ছিল। তিনি এই বান্দাবীর গ্রামের জমিদার ও মালিক ছিলেন। কবিবরের দুর্ভাগ্য বসতঃ অল্প বয়সেই জন্মদাতা মাতাকে হারান। তবে তাঁর পিতামহীর লালন পালনে মাতৃহারা কোন ক্লেশ অনুভব করেন নাই। ৭।৮ বছর বয়সে কবিবরের পিতা বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুলে ভর্ত্তি করেন। স্কুল ছাড়িয়াদিয়া কবিবর রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মগ্রন্থ পাঠের উপর মনো নিবেদন করেন। কিছুদিন পরেই কবিবরের পিতা কেন্দায়ান্দা নিবাসী শ্রীলালমোহন মাহাতর প্রথমা কন্যা মনজুড়াবালা দেবীর সহিত পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করাইয়া দেন। কবির যৌবনে একেবারেই কৃষি কার্যের উপর নজর না দিয়া জমিদারী নৃত্যগীত করিয়া ১০।১২ বৎসর কাল কাটান তারপর নৃত্যগীত করিয়া ঘুরাফেরা করিতে ডুলমী গ্রাম নিবাসী ৺নেহালদাস বাবাজীর কাছে পঞ্চনাম দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইরূপভাবে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ভগবৎ আলোচনায় দুই চারি বৎসর কাটান। তারপর বান্দাবীর গ্রামেই কুর্মী ক্ষত্রিয় মহা-সভাতে স্বামী শ্রীশ্রী৺সৃষ্টিধর মোহন্তর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। বাক্যালাপ করিয়া তাহার সহিত দুই চারি দিন কাটান এবং তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দুইচারি বৎসর তাঁহার সঙ্গে ঘুরা-ঘুরি করিয়া রাজনীতি, সামাজিক, আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করেন ও তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করেন। সেই সময় হইতেই কবিবর বাউল গান ঝুমুর গীত রচনা করিতে শুরু করেন। কবিবর যেখানে যাইতেন সেখানেই গান বা ঝুমুর গীত রচনা করিয়া ছাড়িয়া রাখিতেন। তিনি নিজের কাছে গানের বা গীতের কোন টুক বা নকস রাখেন নাই। তাই এই গানগুলি বান্দাবীর নিবাসী শ্রীজলধর মাহাত ও জগৎরাম মাহাতর আপ্রাণ চেষ্টাতে সংগ্রহ করা হয়। ও দুর্গাচরণ মাষ্টার ও নেপাল চন্দ্র মাষ্টার দ্বারা ভাষা সংশোধন করা হয়। তাহাতেও যদি কোন ভুল ত্রুটী থাকে তাহা হইলে গায়কগণ দোষ না ধরিয়া সুধার করিয়া লইবেন।

নিবেদক—

মুচিরাম মাহাত
বান্দাবীর

কানাই মাহাত
বান্দাবীর

উৎসাহদাতা—

শ্রীজলধর মাহাত
বান্দাবীর

শ্রীজগৎরাম মাহাত
বান্দাবীর

মান, কলঙ্ক ও মাথুর পালার দাঁতধরা ঝুমুর

১। এ আসরে গণপতি
২। জয় শিবশঙ্কর
৩। জয় গো মা মনসা
৪। শুন গো মরম সখি
৫। যমুনায় গিয়ে একা হেরি ত্রিভঙ্গ বাঁকা
৬। বহুত দিন পরে দেখা তোমা হেন ধনে
৭। ও হে বঁধু তোমার সনে দেখা আজ বহুতদিনে হে
৮। আমি প্রেমের কারিগর
৯। শুন ওগো প্যারি না করি চাতুরি
১০। দেখলো সজনী সুখের যামিনী।
১১। রাধে গো সাধে কেন হলি মানিনী
১২। যে কথা বলেছিলে সে সকল ভুলে গেলে
১৩। ও নাগর যাও যথা করেছ বিহার হে
১৪। অনেক দিনের প্রণয় তরু
১৫। শুনহে কালিয়া তোমার লাগিয়া
১৬। ওগো বিনোদিনী কে হয়েছে বাদিনী
১৭। দুখের কথা হে শ্যাম
১৮। প্রতিজ্ঞা রেখেছি মনে
১৯। ওমা আমায় কোলে কর
২০। ও দিদি রোহিনী গোপালে বাঁচা হল দায়
২১। বল এই নগরে কে জ্বরেছে ঘরে
২২। ওরে নবীন বৈদ্য
২৩। ওমা কাঁদ কেন
২৪। তোরা দেখলো বৃন্দে এই দেখ জল আনি

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৫।
৭।
৮।
৯।
১৯।
১১।
১ ।
১৩।
১৪।

শিবশক্তি
মাহাত্ম
চরিত

২৫। কুটিলা কুলটা হলি মনে নাই জানে হিলি
২৬। দেখি খড়িপাতি
২৭। কারতরে গাঁথ হার
২৮। ওগো বৃন্দের সহচরি
২৯। শুন শুন মম বাণি ও রাই কমলিনী
৩০। চন্দ্রা সখিরে হেরি দুতি শুধায় বিনয় করি
৩১। কোথাকার কাঙ্গালিনী
৩২। ওহে শ্যাম-বৃন্দাবনে
৩৩। চিনেছি তোমারে সই
৩৪। মা যশোদা পিতা নন্দ

—: সূচী পত্র :—

১। গুরু তুমি হে জগতের সার কর পারাপার
২। মন রে ধর সাধু গুরুচরণ
৩। গুরুর মতন গুরু হওয়া চায়
৪। গুরু বলে দাও বলে দাও আমারে উপায় কি করি
৫। মন চাষী জমির সত্ব বজায় কর
৬। এ সংসারে গুরু আমার এতই কি উদার
৭। দয়াল হরি হে ভক্তের জন্যে কি না করেছ
৮। আমায় কত দিনে দেখাবে গুরু সুখের বিষ্ণুপুর
৯। তোমার দেখা হয় হে হরি ভজলে যুগলে
১০। নব প্রেম পিরিতীর স ময়ে
১১। ভব নদী দেখবি যদি ভাই
১২। হরি নামের বাঁধা পুলে
১৩। মানুষ হতে চাও যদি.র মন
১৪। হরিনাম তরণীতে চড় ভব নদী পার হতে

১। শ্রীরসরাজ
২। " আত্ম
৩। " করম
৪। ,, হিকিমা
৫। ,, আনন্দ
৬। ,, রামরত
৭। ,, বিভুতি
৮। ,, সুফল
৯। ,, ধনঞ্জয়
১০। ,, সুচাঁদ
১১। ,, কালিপ
১ । ,, আমিন
১৩। ,, হারাধন
১৪। ,, কান্ত ম

সর্ব্ব

শিবশক্তি প্রেস, পু
মাহাত ও জগত
প্রচারিত।

১৫। ও কেউ পায়না আর পাবে না ভাই খাঁটি প্রেমের রতন
১৬। ভবের ঢেকিতে সবাই শিখরে ধান কুটিতে
১৭। যার যে স্বভাব কখন ছাড়েনা
১৮। উপায় বলি মন তরে
১৯। ও কাজ শিখতে হয় আগে
২০। এমন আসল কর্ম সব গুচালি প্রেম যুহা তাসে
২১। বল কি করি সহচরি তারে পাশুরি
২২। তোর চোদ্দকাঠা জমি
২৩। মনরে এত গরব কেন তোর
২৪। আমি ত ভাই চাঁদুয়া ডেগিলি
২৫। জীবের জন্ম মৃত্যু কোথাই।
২৬। কত দিনে হবে গুরু আমার মেট্রিক পাস
২৭। দেহ এরোপ্লেন যদি যাবি চাপে
২৮। বারুনকরি রাধে গো তুঁই শুন মানা
২৯। বারুন করিস না আমারে সই
৩০। বৃন্দাবন মাঝে কোন মানি আছে
৩১। ওরে মন সৎগুরু ধর
৩২। মানুষে মানুষ আকার
৩৩। এ তামাক আনল কে
৩৪। যত সুরসিক জন আছে ধরাতলে
৩৫। মনরে তুঁই মীন যদি হবি ভবজলে
৩৬। বহুত দিন ধরে ঘর করে ছিলা মা কি সুন্দর
৩৭। দিয়ে তুমি প্রাণপন সাধ যদি আজীবন
৩৮। দেখ যত ধেনু যায় না গোপাল বিনু

ওঁ দুর্গামাতা শরণং

১ নং

গুরু তুমি হে জগতের সার কর পারাপার
তোমার চরণ কমলে কোটি দণ্ডবৎ আমার ধুয়া
ছেলের কাছে থাক তুমি হয়ে মাষ্টার চোর ডাকাতের হও
হে সর্দ্দার।
বিদ্যাবানের কাছে তুমি মিনিষ্টার ও ব্যারিষ্টার। ১
কাশী প্রয়াগ বারানসী, গয়া গঙ্গা হরিদ্বার,
সেখানেতে পাণ্ডারূপে কর হে জীবের উদ্ধার ২
কল কারখানায় থাক তুমি হয়ে ইঞ্জিনিয়ার
সকল কলের সন্ধান জ ন গুরু উর্দ্ধে উঠাও হেলিক্যাপ্টার ৩
ওস্তাদ রূপে থাক তুমি গান বাদ্যে থিয়েটার
রোগী দুঃখীর কাছে থাক নাম ধারি হয়ে ডাক্তার। ৪
সাধুর কাছে থাক তুমি হয়ে কর্ণধার বৃহস্পতি
শুক্ররূপে দেবদৈত্যে নাম তোমার। ৫
এই জগতে হও হে তুমি সকলের আধার
দয়া করে জগবন্ধুর ঘুচাও হে মনের আঁধার।

২ নং

মনরে ধর সাধু গুরুচরণ
স্থরেশ মহেশ সারদা শেষ করিতে পারে না
যার গুণ বর্ণন ধুয়া
পেলে সাধুর ছায়া, দূরে যায় মায়া,
থাকে না তার এ ভব বন্ধন
তৎক্ষণাৎ সেজন হয়ে যায় মোচন,
কুপথে আর করে না গমন। ১
ব্যাস আদি কবি যত মুনিগণ, করে থাকে সবে সাধুগুণকীর্ত্তন

নিজে স্বয়ং হরি, গুরুরূপ ধরি
এই ভবে জীবে করেছে তারণ। ২
সাধু গুণ তুলনা দেয় যেইজনা
সেই কবি বুঝি কিছুই ত বুঝে না
সাধুর চরণ ভবে অতুলন,
এই কথা সদা বলে বুধগণ। ২
দীন জগবন্ধুর অল্পমতি তায় রতি না জন্মিল সাধুচরণ প্রতি
অতি অভাজন নাই জ্ঞান নয়ন
চিনিতে না পারে অমুল্য রতন।

৩ নং

গুরুর মতন গুরু হওয়া চায়, নইলে পারে যাওয়া
বিষম দায়। ধুয়া
অশেষ পাপের পাপী ছিল ভাই, জগাই আর মাধাই,
হরিনাম শুনিবামাত্র, দৌড়ে মারতে যায়।
পরম দয়ালু গুরু মার খেয়ে হরিনাম বিলায়। ১
রত্নাকর নামে দস্যু একজনে, বেধেছিল গুরু দুজনে;
তবু তাদের রাগ নাই মনে, পরম তত্বযোগ শিখাই
আর দেখ শুক শারি, পুষে লোকে যত্নকরি,
একের ঘরে দেয় রে গালি
অপর ঘরে হরি নাম শুনায়। ৩
বর্ত্তমান যুগে এখন ভাই গুরু চেনা চায়
লোক মজান ভেলকি গল্পে ভুলনারে ভাই,
পরাণ বলে গুরু না চিনলে পড়ে মরবে ঘরের কুয়াটায়। ৪

৪ নং

গুরু বলে দাও বলে দাও আমারে উপায় কি করি;
এই কাঁচামাটির ঘরে দিন হচ্চে চুরি। ধুয়া

১। শ্রী
২। "
৩। "
৪। "
৫। "
৫। "
৭। "
৮। "
৯।
১৯।
১১।
১ ।
১৩।
১৪।

শিবশক্তি
মাহাত
চরিত

ঐ চোরকে ধরবার লাগি, দুই জনাই কত যত্ন করি,
কিন্তু অলক্ষিতে ঢুকে, ধন বর্ত্ত রেখে সত্ত্ব করে চুরি। ১
ঐ দ্বারের তয়ে দ্বরি, কত আসা যাওয়া করি,
কিন্তু হচ্ছে না, হচ্ছে না, ধরা সেত কঠিন হুসিয়ারি। ২
এমন মতে হব দেখাছি, পথের ভিখারী
ওহে নিধনাকে কেউ ছুয়ে না, বন্ধু হয় তার বৈরী। ৩
গুরু যুক্তি আরেঞ্জেশ দেও তৈয়ার করি,
জগবন্ধু বলে, তাহলে ধন রাখি যত্ন করি। ৪

৫ নং

মন চাষি জমিসত্ব বজায় কর। ধুয়া
সৎগুরু ভাই চিনেলে হাকিম, রেজেষ্টারী করে দলিল করেলে
কায়েম, লোভী সিও কাম বিডিও তাদের কাছে দলিল
খারিজ কর। ১
কামকেন্দ্র দুইটি সেথা আছে কি সুন্দর,
ঐ কেন্দ্রের তারাই মালিক থাকেন বরাবর,
রাজা প্রজা চাষি মজুর সবাইদিকে লাগে কর। ২
শিক্ষাকর আর জমির আয় শেষ, ভক্তি পয়সা দিতে হবে
চৌকিদারী ট্যাক্স এইরূপ মন মত করলে সত্ত্ব কোন
ব্যাঘাত ঘটবে না তোর জমির উপর। ৩
জগবন্ধু কয় শুন জলধর, বাকি কর রাখিস না হে তুই দিস
বছর বছর নইলে সার্টিফিকেট করে পরে চঞ্চল কড়ক
করে, তোমায় করে দিব সধা ঘর। ৪

৬ নং

এ সংসারে গুরু আমার এতই কিউদার, তুমি হে সকল
জনের নিয়েছ পারাপারের ভার। ধুয়া

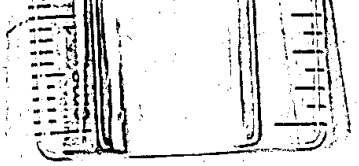

দীন দুঃখী ধনী কাঙ্গাল, পাপী তাপী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল
সকল জনের সমান তার, আত্মপর নাহি বিচার। ১
মোহ নিশি কৃষ্ণপক্ষ, ভবের পথটি হয় না লক্ষ্য,
জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তুমি ঘুচাও পথের অন্ধকার। ২
ভক্তিভাবে যেই জন, তোমার কথা করে পালন
তৎক্ষণাৎ করিয়ে আপন, দেখাও খুলে স্বর্গদ্বার। ৩
হয়ে তুমি কর্ণধার, ভব নদী কর পার,
বুঝে সুঝে জগবন্ধু ধরেছে চরণ তোমার। ৪

৭ নং

দয়াল হরিহে ভক্তের জন্যে কিনা করেছ, ভক্তের জন্যে
অভিমুন্যে স্বয়ং লক্ষ্মী-কুমার দিয়েছ। ধুয়া
সত্যযুগে হরি রাখ প্রহ্লাদে, জল অনল বিষ হতে অশেষ
বিপদে, ভক্তের বাক্য রাখিবারে নরসিংহ রূপ ধরেছ। ১
ত্রেতাযুগে রাম অবতার, গোলক ছেড়ে হলে হরি মানব অবতার,
গো সুর ব্রাহ্মণ পালিবারে; মাথায় জটা বাকল পরেছ। ২
দ্বাপরেতে বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা মানের জন্যে,
পায়ে ধ'র বিনয় করি রাধা নাম শিরে ধরেছ। ৩
বলে দীন জগবন্ধু, তুমি হে দয়ার সিন্ধু,
কলিতে হয়ে নিমাই, পাপের আগুন দিলে নিভাই,
মাথা মুড়াই কোপীন পরেছ। ৪
আমায় কতদিনে দেখাবে গুরু সুখের বিষ্ণুপুর,
শুনেছি সকলের মুখে এখান হতে বহু দূর। ধুয়া
ঐ বিষ্ণুপুরের বাজার; দিবারাত্রি হয় না আঁধার,
দুখের কাঁদন নাইরে সেথা, আনন্দ ট্যাক্সিতে।

সন্নিকটে ঐ কারখানার, আছে গৌরাঙ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
প্রেম রসগোল্লা, বালুসা পানতুয়া খেতে পাওয়া যায় প্রচুর ২
ঐ বাজারের ট্রেনে যেতে, আগেই জামসেদপুর,
সেথা ভীষণ পাওয়ার আছে কাম গেট বাবুর,
গেলে বে-টিকিটে দেয় নাকি রে কটে
শুনে পরাণ করে দুর দুর। ৩
গুরু তোমার চরণ ছাড়া ধর্ম্ম অর্থ নাই খে ভাড়া
তবে যাবার নাই হে গোড়া বিনা কৃপায় জগবন্ধুর।

৯ নং

তোমায় দেখা হয় হে হরি ভজলে যুগলে, ঘরে বসে
অনায়াসে দুজনে যোগ সাধিলে। ধুয়া
যুগল প্রেমের অভিলাষী, শিব ছাড়িয়ে কাশী,
তারা দিগাম্বর দিগাম্বরী শ্মশানে হয়ে বুলে। ১
আর দেখ জনক ঋষি, পেয়েছিল ঘরে বসি,
রামায়ণে লেখা আছে পড়েছ ভাই সকলে। ৩
যুগল প্রেমের অভিলাষী কৃষ্ণ সাধে ছিল বাঁশী
এই প্রেমের জন্যে পড়েছিল রাধিকা পায়ের তলে। ৩
আর দেখ কত নরে, যুগল উপাসনা করে,
এই কলিতেও পেয়েছিল জয়দেব বিল্বমঙ্গলে। ৪
দীন জগবন্ধু বলে, যুগল উপাসনা কৈলে,
অষ্টসিদ্ধি চারিফল তাহারি করতলে। ৫

১০ নং

নব প্রেম পিরিতির সায়রে, তোরা নামবি ভাই,
হুসার করে গেলে ঐ পাড় লাগে কাম জাড়
স্নান কর সবে অকাতরে। ১

অজ্ঞানরূপী পুরইনীদল, কোন মালুম হয় না সেথা
জল কিংবা স্থল,
না জেনে নামিলে; পড়বি যে মুস্কিলে,
হাবুডাবু জল খেয়ে মরে। ২
ঐ সায়রে পদ্ম আছে; আশ্চর্য্য রকম;
একটি গাছে তিন রকমের ফুল ফোটে তিন বরণ
ফুলের কত মধু, জনে ভক্ত সাধু, মকরন্দ মধু পান করে। ৩
বিবেক বাটীতে ভাই জ্ঞান তৈল লেগিস,
সর্ব্বাঙ্গটা ভাল করে করে লে মালিশ,
যাবি গুরু মুক্তি ঘাটে, যাস না অন্য বাটে,
উঠ অবগাহনরূপে স্নান করে। ৪
জগবন্ধু কয় যায়রে জালা, স্নান করলে সকালবেলা,
বেলা আখিরে কি হবে স্নান করে আলস্য সর্দিতে মাথা ধরে

১১ নং

ভব নদী দেখবি যদি ভাই; তবে জ্ঞানচক্ষু থাকা চাই,
পারে না চিনিতে নদী, কখন জন্ম আঁধায়
কস্তুরী ফোটে ভাই মৃগনাভি হতে, সেই বস্তু তারেই
কাছে পারেনা বুঝিস্তে,
সেই গন্ধে মাতে মৃগী সারাবন ঘুরে বেড়াই। ১
গ্রীষ্মকালে হরিণী সকল আকুল পিপাসায়
সারা বন দৌড়ে বেড়ায় জলেরি আশায়,
জল বলিয়ে ছুটে বেড়ায় দেখিয়ে মরিচিকাই। ২
সাতগুষ্ঠি মরণ তোমার ঐ নদীর বন্যায়,
তবু বল্লো কোথায় নদী চিনতে পারছি নাই,
জগবন্ধু কয় জগতরামহে তোমার কথায় হাসি পায়। ৪

অঙ্গুলি বাড়ায়ে লোকে চন্দ্রকে দেখায়,
দুটি চন্দ্র উদয় বলে অপরে বুঝায়.
ঠিক করে জানে না সে অপরে ফেলায় ধাঁধাঁই। ৩

১২ নং

হরি নামের বাঁধাপুলে, আমাদের ভয় কিরে ভবজলে,
কতজনা অনায়াসে পারে যাচ্ছে চলে। ধুয়া
বলিহারী ঐ পুল করেছে আবিষ্কার, স্বর্গনরক যাবার
একেইটা দুয়ার.
যার যথা যাবার মন আপন ইচ্ছায় যা চলে। ১
অজ্ঞান কুয়াশায় পুল রয়েছে ঢাকা, দূর থেকে কোনরূপে
যায় না দেখা,
কুয়াশায় পথ হয় না মালুম গুরুর সঙ্গে যা চলে। ২
আসা যাওয়া চলাফেরা, করছে সুরসিক যাহারা,
মনপ্রাণ ঢেলে দিলে অনায়াসে যায় চলে। ৩
দীন জগবন্ধু বলে, একুল হতে ওকূলে যেতে হয় পুলে,
সচ্চিদানন্দের দেখা তাহলে মিলে। ৪

১৩ নং

মানুষ হতে চাও যদি রে মন, তবে করে লে সৎ আচরণ ধর
তার প্রমাণ দেখ আছে বাতি; যেমনি রঙ্গের কাঁচ তেমনি
জ্যোতি,
তুমার মন কাঁচ যেমন, ঠিক সেইমতন, আলো দেখবে
সকল জন। ১
শুনেছ সবাই প্রতিধ্বনি, যেমনি তোমার বাণী তেমনি শুনি
ঐ স্বর সকল উরে ঠেকলে পরে, শুনা যায় নিজের মতন। ২
হস্তে লয়ে তুমি দেখ দর্পণ, যেমনি দেখবে দেখাবে তেমন,
ঐরূপ ব্রহ্মময় এক দেখবি যখন বৈরীও তার বন্ধু হন। ৩

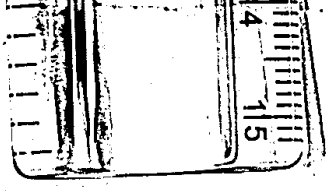

তোমার নাম ডাক যদি গিয়ে নির্জ্জন; বল তোমায়
রা দিবে কোন জন,
পরাণ বলে গোলমালে কেন কাটালি জীবন। ৪

১৪ নং

হরি নাম তরণীতে চড় ভবনদী পার হতে. তোরা ডরাসনা কেউ
যতই হোক ঢেউ; তরী টলবে না কোনমতে। ধুয়া
নদীর ঘাট তৈরী করেছে দিয়ে অবলা ঐ ঘাটে পার হতে
হয় থাকতে বেলা,
যদি যায়রে বেলা, তবে ঐ ভেলা, মাঝি পারে না
পার করিতে। ১
দামকড়ি কিছু লাগবে না তেমন, ঐ তরীতে চড়তে হয়
দিয়ে এক মন,
তোলা মাষা কমতি হলে, ঐ তরী চলবে না কোনমতে। ২
ত্বরা করি ছাড়বে তরী যাবে গোলক ধাম,
তাড়াতাড়ি যাও যে করেছ গুরুর কাম,
দীন পরাণ বলে, ভক্তি পয়সা দিলে, মাঝি
চাপায় তরীর মাঝেতে। ৩

১৫ নং

ও কেউ পায় না আর পাবে না ভাই খাঁটি প্রেম রতন
গুরুর কাছে আত্মতত্ত্ব না শিখিবে যতক্ষণ। ধুয়া
আর দেখ ধনঞ্জয়ে, শ্রীকৃষ্ণ যার সখা হয়ে,
তাকেও তত্ত্ব শিখতে হল করিয়ে গুরু বরণ।
আর দেখ গরুড় পাখী যার পৃষ্ঠে রয় কমল আঁখি,
সেও প্রেম শিখেছিল ভুষণ্ডি কাকের সদন। ২

আর দেখ রত্নাকরে, পরম তত্ত্ব শিক্ষা করে
রাম জন্মের বহু পূর্ব্বে লিখল দেখ রামায়ণ। ৩
কত প্রমাণ আর বলিব, ব্রহ্মাবিষ্ণু ইন্দ্র শিব,
তারা যখন প্রেম পেল না করি গুরুর করন। ৪
আছেন তিনি এই শরীরে, যেতে হবে না বাহারে,
জগবন্ধু কয় ধর তারে করিয়ে গুরুর করন। ৫

১৬ নং

ভবের ঢেকিতে সবাই শিখরে ধান কুটিতে, কার মানা
শুনিস না তুই দেখিস কোন মতে। ধুয়া
ওরে আমার মন বকা, কর ধান সিজাশুকা,
ধৈর্য্য চাটানীতে খাট, বেশী দিও না শুকিতে। ১
দিয়ে তুমি প্রাণপণ; কূট ধান মন মন,
বাঁধ চাল পাঁচমণ খাতে যৌবন বরষাতে। ২
এইরূপে বাঁধিলে চাল, তবেই যাবেক বছর সাল,
ভবের ভক আর রইবে না, দেখ কোনমতে। ৩
শুন কথা মর্ম্মভেদী, করিস না তুই চাল খুদি;
ভাঙ্গিলে সবাই দিবে গালি কত কু-ভাষাতে। ৪

১৭ নং

যার যে স্বভাব কখনো ছাড়ে না কুকুর লেজ যতই কর
সোজা কিন্তু রবে না॥ সেত শুনে না কার মানা। ধুয়া
কাক কোকিলের বাচ্চা, তার প্রমাণ গাছের পরগাছা,
এমন সঙ্গ করে তাদের এক স্বভাব আর হল না। ১
আর দেখ কুকুর বিড়াল, পুষে লোকে যত্ন করে চিরকাল,
নিরামিষ হয় না তারা খাওয়ালে মাখন ছানা। ২

হিরণ্যকশিপুর ছেলে, প্রহ্লাদ বলিয়ে লোকে যাহারে বলে
দৈত্যকুলে থাকেও সেত বাপের কথা শুনল না। ৩
সোয়া দুলক্ষ রাক্ষস কুলে, বিভীষণ যে রয়, লাথি খেয়েও
মাথে রামে ছাড়ল কই,
জগবন্ধু কয় জগৎ বাঁধা ভাল মন্দই দেখ না। ৪

১৮ নং

উপায় বলি মন তোরে, কষ্ট পাবি না সংসার জ্বরে। ধুয়া
এই যে তোমার ভবের ব্যায়ারাম; ইহার ঔষধ ভাই
কেবল হরির নাম,
সুস্থ সবল হয়ে যাবিরে ও ভলা মন ধর গুরু ডাক্তারে। ১
এই যে তোমার রোগেরি পথ্য, অন্য কিছু চলবে না;
চায় যে সত্য, কুপথ্য লোভ তেঁতুল রে
ও ভোলামন খাস না তুই জেদ করে। ২
দিতে হবে তোমায় বিশ্বাস উপবাস কার কথাই যেন
হস না নিরাস উপসম হবে রোগরে ও ভোলামন
কিছুদিনের ভিতরে। ৩
দীন জগবন্ধু বলে, এই যে তোমার রোগ সারালে,
গুরু মন আশা, দিবে সালসা, ও ভোলামন
রক্ত হবার তরে। ৪

১৯ নং

ও কাজ শিখতে হয় আগে, পরে কাজ করবি হে অনুরাগে
দেহ লেখাপড়া শিখবি যদি দ্বিতীয় ভাগে,
অনিয়মে করলে অঙ্ক মিলে না বরং গুরু রাগে। ১
কৃষি কর্ম্ম কেউ যদি করে অযোগে, সেই অনুরাগের

শ্রম কোন কাজে লাগে, জ্বরে জ্বর যায়রে ফসল
কত রকম রোগে। ৩
গুরুর কাছে শিখ যোগ অন্তরঙ্গে, তাকে পাবার উপায়
নাই বহিরঙ্গে,
কতদিনে মিলবে হরি জগবন্ধুর ভাগ্যে। ৩

২০ নং

এমন আসল কর্ম্ম সব গুচালি প্রেম জুয়া তাসে। ধুয়া
দেখ ভাই যুধিষ্ঠির হয় মহা জ্ঞানী তাসপাশাতে
হারল্য রাজ্য আর যাজ্ঞ সেনী, নিজের দোষে অবশেষে
সে গেল বনবাসে। ১
আর দেখ মহাজ্ঞানী হয় যে রাজা নল,
তাসপাশাতে হারাইল রাজ্যধন সকল
শান্তিরূপা দময়ন্তী রাখতে নারল পাশে। ২
সাহেব বিবি জ্ঞান গোলাম, আর বিবেক টেকা,
রমণী রংয়ের কাছে সকল হয় ফাঁকা,
ঐ রমণী রঙ্গে ভাই সকল তাস আনে বসে। ৩
জগবন্ধু কয় খেলবি যদি ঐ জুয়া তাস, খেল তবে
বাড়াইতে মনের উল্লাস, জেদ করে তুই ধরলে কড়ি
সকল হারাবি শেষে। ৪

২১ নং

বল কি করি সহচরি গো তারে পাশুরি। ধুয়া
ঐ রূপের মাধুরী যখন আমি মনে করি, ধৈর্য্য ধরতে নারি
ওগো সহচরী গুমরে গুমরে প্রাণে মরি। ২
যখন আমি বসিরাত্তে, কালার বাঁশী পাইগো শুনতে, মরি
মরি লাজে গুরুজনার মাঝে উঠে ফুটে কাঁদতে নারি। ২

পরাণ বলে বিনয় করি, দাওগো সখি বারণ করি
ঐ নিষ্ঠুর শ্যাম, বলে রাধা নাম, বাজায় নাগো বাঁশুরী। ৩

২২ নং

তোর চৌদ্দ কাটা জমি, তবু জমি শাবিক হলনা রে,
মনচাষি তুমি চাষের মর্ম্ম জান না রে। ১
ঐ জমিনের নটা নালা প্রণয়াম কদালে বাঁধিলি নারে,
মনচাষিতেই জমিতে জল থামে নারে। ২
তোর আছে ছয়টা গরু, তারে হালে দেওয়া হল না রে
মন চাষিতেই আঁতরে ঠিক ঘুরে না রে। ৩
যৌবন বর্ষাকাল গেল, তবু জমি সাবিক হল না রে
মনচাষি পরাণের ভাগ্যে চাষ আর হলনা রে।

২৩ নং

মনরে এত গরম কেন তোর, মদগর্ব্বে চিনলি না তুই
পরপারের পরমেশ্বর। ধুয়া
মানব আয়ু বিশে শয়, তার পারে কেউ যাবার নয়,
কেউবা আশি কেউ সাতাশি কেউ সত্তর কেউ অতিসত্বর। ১
হাকিম উকিল জজ ব্যারিষ্টার, রাজা ডাক্তার গুণি মাষ্টার
সকলকেই যেতে হবে মন এই কোটা দিনের ভিতর। ২
টাকাকড়ি ধনবিস্তর, দালান কোঠা পাকাঘর, সে অধিকার
হবে যে কার, তোমায় দিবে হে গর্ত্তের ভিতর। ৩
শেষের দিনে তোমার রসনা তখন আর কিছুই লবে না
প্রতিবেশী তোমায় ঘেরিবে আসি মেয়েছেলে দিবে মাখন স্ব

২৪

দীনবন্ধু ভনে, ভার্য্যা পুত্র তোমার জন্যে,
ক্ষণে ক্ষণে লোকের সামনে কেঁদে ফেলাইবে নর। ৫

আমি ত ভাই চাঁদুয়া ডেগিলি, আমি আশা পথ ভুলে
গেলি। ধুয়া এমনি আমার মতিভ্রম, সকল দিকটা অন্য
রকম, মালুম হয় না কোন রকম, কেবল
ঘুরে ঘুরে হায়রাণ হলি। ১
সাধু গুরুজনে সুধায়, খাঁটি পথ আমারে দেখায়,
বিশ্বাস নাই আমারি সেটায়; অন্ধ অন্যদিকে চলি। ২
জগবন্ধুর মোহ অজ্ঞান, কতদিনে হবে ঠেকান,
পাইলে ঐ পথের ঠিকান, নিত্যধামে যাবে চলি। ৩

২৫ নং

জীবের জন্ম মৃত্যু কোথায়, ভেবে দেখ ভাই,
জন্ম মরণ জ্ঞানীর নাইরে, এই কথা লিখেছে ভাগবত গীতাই।
বস্তুভেদে যেমনি হয় নদীর তরঙ্গ; তেমনি সঙ্গ পেলে
হয় জীবের অঙ্গ, দেখতে দেখতে ঐ তরঙ্গরে
আবার ঐ জলেতে মিশে যায়। ৩
ক্ষিতি জল পাবক গগন পবন এই পঞ্চতত্ত্ব লয়ে জীবের গঠন
সেই গঠন করণ ভেদেরে আবার পঞ্চতত্ত্বে মিশে যায়। ৩
নূতন বস্ত্র পরে থাকি আমরা সবাই, পুনঃ বস্ত্র হয় না
তৈরী জীর্ণ সুতাই, ঐ কাপড় আধড় হতেই রে
তৈয়ারী হয়ে থাকে কারখানায়। ৪
জগবন্ধু বলে যদি মানুষ মরে না; বাস্তবিকেই তবে
মানুষ জন্মে না, জীব যখন ঈশ্বর অংশ হে
তবে তার জন্ম মৃত্যু কোথায়। ৫

২৬ নং

কতদিনে হবে গুরু আমার মেটরিক পাস, অনুরাগে পড়ছি
আমি ঐ পাসের করি আশ। ধুয়া

মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাস মাইনাসে মাইনাস,
ইঁড়া পিঙ্গলা সুসুম্নাতে এই গুণ করালে অভ্যাস। ১
জপ মন্ত্র ব্রত উপাস, এইটাই বটে আর্শ, যোগতত্ত্ব বিজ্ঞান
শিক্ষা এইত হয় সায়েন্স, এইভাবে পড়ে সকলে
যার যেটাতে মন উল্লাস। ২
নিজের ক্লাস যখন যাই, পড়া বইয়ের পাতা উলটাই;
কত রকমের শিক্ষা দেন গুরু থাকলে তখন আমার পাশ। ৩
জগবন্ধু ঐ স্কুলে যাই বার মাস, চব্বিশ তত্ত্ব পড়ি গুরু
হয়ে তোমার দাস, ফাইনেলেতে ছয়টি সাবজেক্ট
লিখব কবে ফাষ্ট ক্লাস। ৪

২৭ নং

দেহ এরোপ্লেন যদি যাবি চাপে, গুরুর কাছে মনপ্রাণ
আগে তবে দে সঁপে সুসুম্না আকাশ পথেরে
ও গাড়ী ঘুরবে রে সপ্তদ্বীপে। ১
গাড়ীখানা মনরে যখন করিবি স্টার্ট, সকল দরজাগুলা
দিবি ভাই কপাট, কুলকুণ্ডলিনী কলেরে ও গাড়ী
চলে যাবে বাষ্পে। ২
যে জনা চাপছে ভাই ঐ হেলিক্যাপ্টার,
ভবনদী অগম জলে ভয় কি বল তার, মণিপুরে গেলে
গাড়ী রে প্রভু দেখা দেন কত রূপে। ৩

২৯ নং

বারুণ করি রাধে গো তুঁই শুন মানা,
কালার সনে গোপন পিরিত করিস না তুই করিস না।
সে নহে সামান্য খেলা, কত জানে প্রেম কলা,

প্রেম আকুলে অকুল জলে ডুবিস না তুই ডুবিস না। ২
জাতি কুল ভয় থাকিতে, সে প্রেম হয় না কোনমতে,
মণি লোভে ফণি হাতে ধরিস না তুই ধরিস না। ৩
এই যে তোমার চাতুরালি, ননদী জানে সকলি,
জগবন্ধুর কুলে কালি দিসনা তুই দিসনা। ৪

২৯ নং

বারুণ করিস না আমারে সেই শ্যাম সায়রে আমি ঝাপ দিবই
বাক কুলমান আমার হোক অপমান সে সকলে আমি
করি না ভয়। ১

আমার এই ভরা যৌবন, কামশরে বিঁধে যখন,
বিছার বিঁধন বিছার জ্বলন সে জ্বালা কেমসে সই। ২
যদি বল গুরুজনা, আমারে করে লাঞ্ছনা সে গঞ্জনা
গায়ের গহনা মরম কথা তোরে কয়। ৩
দীন জগবন্ধু বলে, আমার যদি ঐ ধন মিলে, কি করিবে
জাতি কুলে অধর চাঁদে যদি দেখা হয়। ৪

৩০ নং

ঝুমর সুর

বৃন্দাবন মাঝে কোন মালী আছে, ধন্য গাছ করেছে রোপন,
উপর দিকে মূল, নীচে ডাল ফুল, কত শোভাকরে আছে বন
আহা মরি সুখের বৃন্দাবন তারে হেরিলে জুড়াই জীবন। ১
রোপনের পর হয় বার বছর, মাসে মাসে ফুল ফোটে তখন
দেখি ফুল সুন্দর নিজে হরিহর ঐ বনে থাকে হয়ে মগন। ২
সেথা ঐ বৃক্ষে, একটি বঁধে তিন রকমের ফুল তিন বরণ
আনন্দে গোকুল, দেখে ঐ ফুল ঐ কাননে সবে করে ভ্রমণ। ৩

জগবন্ধু ভনে, কৃষ্ণ কোনদিনে, ছাড়া নাহি বৃন্দাবন,
যতদিন ভবে, চন্দ্রসূর্য্য রবে, ক্ষিতিজল আগুন পবন। ৪

৩১ নং

(সুর দাঁড় ধরা)

ওরে মন সৎ গুরু ধর, এখন বাণ শিক্ষা কর
ভীষণ যুদ্ধে তোমায় করিতে হবে সমর। ১
দশ ছয় বোলটি, আছে বিপক্ষ পাটি;
শত্রুপক্ষে তারা যোগ দিবে বরাবর। ২
বিবেক সৈন্য সঙ্গে করি, অনুরাগের অস্ত্র ধরি
তুমুল যুদ্ধে তোমায় হতে হবে অগ্রসর। ৩
দীন পরাণ বলে, হুঙ্কার যুদ্ধে নামিলে, কি ভাবনা
তোর সারথি দেখ চক্রধর। ৪

৩২ নং

মানুষে মানুষ আকার, আছেরে মন আমার, খুঁজিলে
কি দেখা পাবি তার হে সারা সংসার। ১
মানুষে করি আধার, ভজ রে মন আমার, সেবাতে
শান্তি করিলে কৃপা দৃষ্টি হবে তার। ২
আত্মজ্ঞান হয়েছে যার, সেইত জানে ব্যবহার,
যত কিছু লীলা হতে নর লীলা চমৎকার। ৩
দীন পরাণ বলে সার, কাছে থাকে তেমাথার,
যদি তারে ধরতে পার হয়ে যাবি ভব পার। ৪

৩৩ নং

এ তামাক আনল কে, জানি না সে তাহাকে,
তিনপুর মাতাইল সকলকে, প্রেমগুড়াখুর তামাকে। ১

মায়াটীর কলিকায় দি'ব হে নল গো তায়,
খুব হুসারে টানবি নারী কলকে। ২
ঐ তামাকে মাতিয়া, কত সেথায় রূপিয়া, নিজে খাতে
পায়না কিছুদিনকে প্রেম। ৩
হয়ে ঐ ভাবের ভাবুক, যদি খাইরে তামুক,
পরাণ ধন্য মানে সে মানুষকে প্রেম গুড়াখুর তামাকে।

৩৪ নং

যত সুরসিক জন, আছেন ধরাতলে,
তারা কি কখন ভুলিবে নকলে। ১
মগ্ন আছে কাক সদা নিম্ব ফলে,
সুজন কোকিল কি গো সেই রসে ভুলে। ২
আর দেখ চাতক তৃষ্ণার্থ হইলে,
কভু নীর ছুবে না তার পরাণ গেলে। ৩
দীন পরাণ বলে সমদর্শি হলে,
লতা কি কখন উঠতে পারে তালে। ৪

৩৫ নং

মন রে তুই মীন যদি হবি ভব জলে। ধুয়া
দশ ছয়জন জেলে, দেখ এই ভব জলে, দিবানিশি
তারা জাল ফেলে মন রে তুই মীন যদি হবি ভবজলে। ১
আর এক রূপে যাবি ধরা, চার দিবে তোরে মেয়েরা,
কুলে বসি মারিবে হুলে। ২
গাঁথিয়ে দিবে জেংটি, যদি খাবি পেয়ে মিষ্টি,
প্রাণ হারাবি পুহি ডুবালে। ৩
আর আছে ঝুঁমকাঁটা, এক জায়গায় আছে কোটা,
লাগে যাবি তাহে মুখ দিলে। ৪
সৃষ্টি বলে শুন পরাণ, এইরূপ আছে ভয় স্থান,
গোপন কথা দিলাম তোরে বলে। ৫

৩৬ নং

বহুদিন ধরে ঘর, করেছিলাম কি সুন্দর, সেই ঘরে
সাঁধাই দিল চোর, দিদি লাজে আমি করি নাই স্বর। ১
এমন সুন্দর ভিতে, সিঁদ দিল কিমতে;
ধন রত্ন লইল বিস্তর। ২
মোকে বিষম লাগে ডর, কি করিব ইহার পর,
সেই চোরা নহে যে পর। ৩
দিন যদি হয় চুরি কিরূপে ঘরকন্না করি,
জগবন্ধুর কাঁদিছে অন্তর। ৪

৩৭ নং

দিয়ে তুমি প্রাণপণ, সাধ যদি আজীবন,
অনুমানে কভু হবে না যোগ সাধন। ২
সাধনকালে দুইজন, গুরুকে দাও তনুমন;
যোগতত্ত্ব-শিখ করি অতি যতন। ২
এই শিক্ষার যত করণ, সকলটাই উল্টা ধরণ,
বায়ু আকর্ষি-রাশি শিখতে হয় গণন। ৩
না জানে যেইজন, করে থাকে যোগ সাধন,
টিটিটট্র-যেমন চরণে ধরে গগন। ৪
মানব জনম পেয়ে মন, না শিখিলে এমন ধন,
জগবন্ধুর-দেখ জনম গেল অকারণ। ৫

গোষ্ঠ পাল্লার প্রভাতি রং

৪৮ নং

দেখ যত ধেনু যায় না গোপাল বিনু গো না শুনিয়ে
তাহার যে মোহন বেনু মা গো বিদায় দে ভাই কানু। ১
গগনে উঠিলে ভানু, তাঁতিবে পথের রেনু গো চলিতে না
পারে গোপাল কোমল তনু মাগো বিদায় দে ভাই কানু। ২
রঙ্গ করে আজানু বাজায় নুপুর রুনুঝুনু গো
পরাণ ভনে ঐ গুণে দুঃখ পাশুরিনু মাগো বিদায় দে
ভাই কানু। ৩

॥ গণেশ বন্দনা ॥

১ নং

এ আসরে গণপতি, এস আমি করি স্তুতি
কর মোদের মনরঞ্জন নমঃ নম দেব গজানন। ১
করি কৃপা বিলোকন, ঘুচাও ভব বন্ধন,
আর কর বিঘ্ন বিনাশন, নম নম দেব গজানন। ২
চতুরভুজ লম্বোদর আমারে এই দেও বর,
শ্রীচরণে থাকে যেন মন, নম নম দেব গজানন।
ঘুচাও অলস মন, কর আনন্দ বর্দ্ধন,
পরাণের এই নিবেদন, নম নম দেব গজানন।

২ নং শিব বন্দনা

জয় শিব শঙ্কর, তুহি হে যোগী ঈশ্বর,
দিগাম্বর ভক্ত জনের করুণার সাগর। ২
কাশীধামে বিশ্বেশ্বর, বৃন্দাবনে গোপেশ্বর,
দিগাম্বর গুরু বিনে জানে না তুমার খবর। ২
পরাণ মাগে এই বর, খুলে দাও হে কণ্ঠস্বর,
দিগাম্বর গাহিব গান আনন্দে হয়ে বিভোর। ৩

মনসা বন্দনা ৩ নং

জয় গো মা মনসা, তোমার চরণ ভরসা,
অশেষ বিপদে রক্ষা পায়, ধন্য মাগো
মহিমা তোমার বুঝা দায়। ১
ছলে বধি লখিন্দরে, শাসিলে চাঁদ সদাগরে,
পূজা নিলে তুমি এ ধরায়, ধন্য মাগো মহিমা তোমার
বুঝা দায়। ২

তুমি মাগো বিষ হরি, বিনাশিলে ধন্বন্তরী, এই কথা
জানে গো সবাই, ধন্য মাগো মহিমা তুমার বুঝা দায়। ৩
আর দেখ শঙ্করে, ঝাড়িয়ে তুমি মন্তরে, বিশ্বনাথ বিষে
রক্ষা পায়, ধন্য মাগো মহিমা তুমার বুঝা দায়। ৪
বিনয় করে জগবন্ধু, তুমি মা দয়ার সিন্ধু, তায় ধরিয়াছি
রাঙ্গা পায় ধন্য মাগো মহিমা তুমার বুঝা দায়। ৫

৪ নং রাধিকা উক্তি

মান পাল্লার গীত দাঁড় ধরা ঝুমর শুনগো মরম সখি,
আর না উপায় দেখি, বাঁশীর স্বরে দিল ধরতে নারিব
চল যমুনাতে যাব।
যাক যাবে জাতি কুল, হাসুক বরং এ গোকূল
তবু আমি তাহারে হেরিব চল যমুনাতে যাব। ২
যদি বল গুরুজন, করে মোরে লাঞ্ছন সে গঞ্জনা
প্রাণেতে সহিব। ৩
পরাণ বলে কি কহিব, বাঁশীর জ্বালা কতই সইব,
শ্যাম সরোবরে ঝাপ দিব চল যমুনাতে যাব।

৪ নং রাধিকা উক্তি দাঁড় ধরা সুর

যমুনায় গিয়ে একা, হেরি ত্রিভঙ্গ বাঁকা
বিশাখা দায় হল আমার ঘরে থাকা। ২
চড়িয়ে কদম্ব শাখা লাটা আড়েছে জানি ফাকা
বিশাখা লাগাল মন পাখির পাঁখা। ২
নাসাতে পরে তিলকা চুড়াতে ময়ুর পাঁখা
বিশাখা তার বচন কতই মধুমাখা। ৩
যেরূপ হইল দেখা হৃদয়ে রহিল আঁকা
বিশাখা পরাণের কুল আরই কি হয় রাখা। ৪

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৫।
৭।
৮।
৯।
১৯।
১১।
১ ।
১৩।
১৪।

শিব
মাহ
চচা

৬নং

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি গীত দাঁড় ধরা সুর

বহু দিন পরে দেখা. তোমায় হেন ধনে, বড় মনে সাধ
ছিল প্রেম আলিঙ্গনে ধনী তোমার সনে। ১ ॥
কতনা আদর করে রাখিব যতনে, যাগরণ করিব
নিশি কথোপকথনে ধনী তুমার সনে। ২ ॥
আমি কত ভালবাসি, অন্য কে আর জানে,
আমি বলব মনের কথা পাইলে নির্জ্জনে
ধনি তুমার সনে। ৩ ॥
আমাতে আর আমি নাই জগবন্ধু ভনে,
ধন মন প্রাণ দান করি সরল মনে, ধনি তুমার সনে। ৪ ॥

৭নং

রাধিকা উক্তি সুর রং

ওহে বঁধু তোমার সনে, দেখা আজ বহু দিনে হে;
প্রেম আলাপনে তোমার সনে করিব নিশি ভোর
তোমায় পেয়েছি আজ ছাড়ব নাহে ও গুনের নাগর। ১ ॥
তোমার ঐ চাঁদবদনে, মনে হয় নিশি দিনে হে
সেই নিধি আজ দিল বিধি এত দিনের পর
তোমায় পেয়েছি আজ ছাড়ব না হে ও গুনের নাগর। ২ ॥
ফুল রাখি থরে থর, সাজাইয়ে বাসর হে
প্রেম অনুগামী, হয়ে আমি, থাকব বরাবর। ৩॥
বলে দীন জগবন্ধু, ফুলে বসি খাও হে মধু হে
অভয় চরণ পেয়েছি এখন আর কিসের ডর। ৪ ॥

৮নং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ উক্তি সুর দাঁড়ধরা

আমি প্রেমের কারিগর, কি ভাবনা আছে তোর
নিতি ভাঁগি নিতি গড়ি পিরিতী শুনলা প্রেমের যুবতী। ১॥
অন্তর মন হাঁপর, কয়লা দি তার উপর,
বিরহ আগুন জ্বালি নিতি শুনলো প্রেমের যুবতী। ২ ॥

ভাঙ্গিলে সে দি জুড়িয়া, রসের পাইন দিয়া,
সে সকলে পরান বিচক্ষন অতি শুনলো প্রেমের যুবতী।

৯নং

শুন ওগো প্যারি না করি চাতুরি গো (ধুয়া)
তোমায় আমায় এক জীবন, যেমন আগুন সমিরণ,
হাতে ধরি তোমায় কিরা করি গো । ১ ॥
তুমি হও ভুজঙ্গীনী, আমি হই শিরমনি,
তুমি বারি আমি সফরি গো । ২ ॥
আমি যে গো শশধর, তুমি তাহে হও চকোর
তুমি রোগী আমি ধন্তরী গো । ৩ ॥
পরাণের এই নিবেদন, নিশিতে যাব কুঞ্জবন,
বাসর সাজাবে যতন করি গো । ৪ ॥

১০নং

সখি উক্তি রং

দেখলো সজনী সুখের যামিনী, শ্যাম বঁধু বিনে মধু
বিফলে গেল শ্যাম না আইল প্রাণে জ্বালা দিল । ১ ॥
সারা নিশি বসি, অস্ত যায় শশি,
কোকিল কুহু স্বরে ঐ দেখ ডাকিল, শ্যাম কৈ
আইল প্রাণে জ্বালা দিল । ২ ॥
পেয়ে অনাথিনী, এ মধু রজনী, হয়ে, ভূজঙ্গিনী
মোরে দংশিল শ্যাম না আইল প্রাণে জ্বালা দিল
মরি গো পরাণে, বিষের জ্বলনে । ৩ ॥
ঝাড়তে যেখানে সখি অদৃশ্যে রৈল
শ্যাম না আইল প্রাণে জ্বালা দিল । ৪ ॥

১০ নং

সখি উক্তি

রাধে গো সাধে কেন হলি মানিনী ধুয়া
কেন এত উন্মাদিনী, আসিবেন নীলমনি
দেখ চেয়ে আছে গো রজনী ।১

সে যে হয় রসময়. হবে না তার অসময়
রসিক শেখর চূড়ামনি । ২ ॥
বিনয় করি পরাণ ভনে, ধৈর্য্য ধরগো মনে,
বঁধু মধু খাবেলো সজনী । ৩ ॥

১১নং

শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে গমন

সখি উক্তি

যে কথা বলে ছিলে, সে সকল ভুলে গেলে,
বঁধু কুঞ্জের দ্বারে চোরেরি মতন যে । ১ ॥
কত চতুর তুমি, এবারে জানিলাম, আমি,
বঁধু হে না হেরিব তোমারি বদনে । ২ ॥
সারা নিশি জাগিয়ে, তে মার আশা চাহিয়ে,
বঁধু হে পরাণে না জানে এমন সে । ৩ ॥

১২নং

সখি উক্তি সুর রং

ও নাগর যাও যথা করেছ বিহার হে ও নাগর । ধুয়া
ঢুলু ঢুলু আঁখি দেখি, প্রভাত কালেতে একি,
বুঝি মনের আশা পুরায়েছ কার হে । ১ ।
মানা করি বারে বারে, বলেছে মো সবারে,
দিও না আসিতে কুঞ্জ দ্বার হে । ২ ॥
জলন্ত অনলে, বঁধু বাক্য ছলে, দিও না আহুতি
পুনর্ব্বার হে ।৩ ।
পরাণের যাছিল, যা হবার তা হইল,
প্রেমে কার্য্য নাই বঁধু আর হে ।৪ ।

১৩ নং শ্রীকৃষ্ণ উক্তি

অনেক দিনের প্রণয় তরু, আমি করেছিলাম রোপন,
কঠোর কুঠারে তুই করে দিলি ছেদন। ১
পুনঃ যদি প্রেম বারি; আমি করেছিলাম সিঞ্চন,
দৈব কীটে কেটে দিল গো, ডগ নুতন। ২
ঐ তরুতলে আমি; দাঁড়াইতাম যখন,
কত ভাব আসিত শীতল হত জীবন। ৩
পরাণ বলে মনে আমি, জানে ছিলি না হবি এমন.
হৃদয়েতে শেল দিলি গো মনের মতন। ৪

১৪ নং সখি উক্তি

শুন হে কালিয়া, তোমার লাগিয়া
সারা নিশি হে মোরা রহিনু জাগিয়া। ১
বন কুসুম তুলিয়া, কুঞ্জ সাজাইয়া
গাঁথেছিনু হে মালা আদর করিয়া। ২
আমাদের প্রাণপ্রিয়া চাতকির মত চাহিয়া
প্রেম সুধা হে বঁধু পাবার লাগিয়া। ৩
তাহে নিঠুর সাজিয়া; ও প্রাণ বঁধুয়া
পরারে হে মনে না পায় কিছু ভাবিয়া। ৪

১৫ নং শ্রীকৃষ্ণ উক্তি

কলঙ্ক পালার দাঁড় ধরা ঝুমর সুর রং
ওগো বিনোদিনী, কে হয়েছে বাদিনী,
সরল প্রাণে দুঃখের গরল কে ঢালিল। ১
ধুয়া—হায় হায় চাঁদবদন শুকিল হায় হায় রসেরবদন শুকিল
এলেথেলো বেশভুষা, বদনে নাইক ভাষা,
কি কারণে নয়ন জলে, বক্ষ ভিজিল। ২

শুকায়েছে মখারবৃন্দ, কেউ কি বলেছে মন্দ,
তোর দুঃখ দেখিয়ে আমার হৃদয় দহিল। ৩
গৃহে রাখি দাসীগণে, একাকিনী এলে বনে,
পরাণ ভণে প্রেমাধীনে খুলে বল। ৪

১৭ নং রাধিকা উক্তি

দুঃখের কথা হে শ্যাম, আমি বলব আর কত,
কলঙ্কিনী নাম রৈল জনমের মত। ১
সমাজ ভিতরে আমি সদা থাকি হয়ে নত
ননদিনী মন্দ বলে কত শত। ২
কলঙ্ক থাকিতে যদি, একপক্ষ হয়ে যায় গত,
নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যজিব তোমার শপথ। ৩
পরাণ বলে ব্রজবাসী, ওহে আছে হে আর যত
আমার মত দুঃখী কে হে যদুনাথ। ৪

১৮ নং শ্রীকৃষ্ণ উক্তি

প্রতিজ্ঞা করেছি মনে, কলঙ্ক যাবে যেমনে,
ও বিনোদিনী রাই ধৈর্য্য ধরে থাক গো হিয়ায়। ১
ব্রজবাসি যতজনে, কুলটা ভাবেছে মনে,
ও বিনোদিনী রাই দেখিব গো সতীত্বের বড়াই।
যে আছে আমার মনে, সেতথাকি আনেজানে
ও বিনোদিনী রাই তাহা কি আর ব্যক্ত করা যায়
ভেব না পরাণ ভনে, যাও প্রিয়ে নিকেতনে
ও বিনোদিনী রাই একথা জেন না জানে সবাই। ৪

১৯ নং শ্রীকৃষ্ণ উক্তি সুর রং

ওমা আমায় কোলে কর, জ্বরে অঙ্গ জর জর

দশ দিশি দেখি যেন অন্ধকার হৈল হায় হায়
এ দেহে মাগো কি জ্বর এল। ১
মা মা বলিতে মুখে, বজ্রসম বাজে বুকে,
মনে বুঝি যেন আমার মা বলা সাঙ্গ হল। ২
চুড়া আমার হল ভারী, আর না দাঁড়াতে পারি,
সহস্র ফণিতে যেন, মোরে দংশিল। ৩
তোমার অঞ্চলের ধন, দেখ মা জনমের মতন,
পরাণ বলে কর গো যতন নইলে প্রাণ গেল। ৪
হায় হায় এ দেহে মাগো কি জ্বর এল

২০ নং যশোদা উক্তি গীত

ও দিদি রোহিনী গোপালে বাঁচা হল দায়। ধুয়া
নেচে নেচে এল এখনি, বলে না আর কিছু বাণী
নবনী খাওয়ালে না খায়। ১
বাছা আমার গুণমণি, ছিল যেমন ফণির মণি,
না জানি কি ঘটায় বিধাতায়। ২
ব্রজে আছে কোন রমণী আমার মত অভাগিনী
যাদুমণি হেলাতে হারাই। ৩
আহা মরি কোথা যায়, ওঝাগুলি কোথা পায়
পরাণ বলে কি হবে উপায় দিদি রোহিনী গোপালে
বাঁচা হল দায়। ৪

২১ নং শ্রীকৃষ্ণ উক্তি

সুর খেমটা শ্রীকৃষ্ণ অপর অংশের বৈদ্যরূপ

বল এই নগরে, কে জ্বরেছে জ্বরে, বৈদ্য এসেছি
ঔষধ দিবার তরে। ধুয়া

নিদান কালে বিধান করি, নিদান ধরে,
দুখ যায় অচিরে, ডাকিলে আমারে। ১
ত্রিতাপ বিকার হরে, আমার ঔষধের জোরে
ভক্তি সহকারে, ঔষধ খায় যে নরে। ২
তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ি যার শরীরে,
পাগল পরাণ বলে দুঃখ হয় না আর ফিরে।

২২ নং যশোদা উক্তি

ওরে নবীন বৈদ্য চিকিৎসা কর প্রাণগোবিন্দ মণিমুক্তা দিব
গোপালের ওজন বলি বৈদ্যরে জীয়ে দে আমার
জীবনের জীবন। ১
দেশ বিদেশ করে ভ্রমণ, এসেছ আমার ভবন,
তোরে দেখি আমি ভবে অতুলন। ২
দেখিয়ে তোর বদন, শীতল হৈল আমার জীবন
তোর স্বর আমার গোপালের মতন। ৩
আছেরে তোর বিশেষ গুণ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ
পরাণ বলে জানি দেখে তোর লক্ষণ। ৪

২৩ নং শ্রীকৃষ্ণ উক্তি

ওমা কাঁদ কেনে বাঁচাব তোমার নন্দনে। ধুয়া
মিলালে আমার অনুপানে হয়ে সতী নারী,
যমুনার বারী, ছিদ্রকুম্ভে আনুক এইখানে। ১
ব্রজবাসি যত, থাকিবে সাক্ষাৎ
ঔষধের গুণ দেখ নয়নে॥ ২
দীন পরাণ বলে, এইরূপ করিলে,
ঔষধ দিব সেইজল পাইলে। ৩

২৪ নং

কুটিলার জল আনিতে গমন

তোরা দেখলো, বৃন্দে এই দেখ জল আনি
সাধে কি হয়েছি আমি ভুবন মানি ।১।
ধিকলো তোর মুখে আগুন,
সতী নারীর কত গুন দেখ চেয়ে গোপের
মেয়ে বৃন্দে ধনী ।২।
ভাগ্যে মোরা সতী নারী, ছিলাম গোকুল ভিতরি,
লাজে মরি বলতে নারি ও কলঙ্কিনী
ছিদ্র ঘটে আনব বারী, তুচ্ছ কথা হয় আমারি,
পরান বলে আনতে পারি করে চালুনী ।

২৫ নং

কৃষ্ণ উক্তি ও কুটিলার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভৎসনা

কুটিলা কুলটা হলি, মনে নাহি যেনে ছিলি
কুল মজালি, হাঁসালি গোকুল লো তোরে
দেখি ভেবে আকুল ।১।
জল দিয়ে দুধ বিকিলি, ঐরূপ তুঁই সতী
ছিলি, সেই দুধে আজ পড়িল তেঁতুল
লো, তোরে দেখি ভেবে আকুল ।২।
যদি কুলটা হলি, কেনবা জল আনতে গেলি,
গোপন কাজ কি হয়ে ছিলি
ভুল লো তোরে দেখি ভেবে আকুল
পরান কয় চাতুরালি, জানিলাম সকলি,
তোরা মায়ে ঝিয়ে একই সমতুল লো
তোরে দেখি ভেবে আকুল ।৪

২৬ নং

শ্রীকৃষ্ণ উক্তি সুর রং

দেখি খড়ি পাতি, ওমা যশোমতি, আছে এক সতী,
জানাই তোমায় গো সে জল এনে দিলে
বাঁচে কানাই গো ।১।
ব্রজে তার বসতি, নাম হয় শ্রীমতি, বটে গোপ জাতি,
দিলাম পরিচয় গো ।২।
তবে বৃন্দে দূতী, যাক দ্রুতগতি, জানায়ে দুর্গতি
আনুক তাহায় গো সে জল এনে দিলে
বাঁচে কানাই গো ।৩।
পরান কয় সে সতী, পুজে ভগবতী,
করে গো ভগতি গুরুজনায় গো সে জল
এনে দিলে বাঁচে কানাই গো । ৪।

২৭ নং

রাধিকার নিকট বৃন্দের গমন সুর রং

কার তরে গাঁথ হার, কর মালা পরিহার,
যে পরিবে ফুল হার, সেত আছে অনাহার
জাননা কি গো রাধে আজকার ব্যাপার ।১।
ঐ যে তোমার কালার, হয়ে ছিল জ্বর বিকার,
ছাড়িয়ে এ সংসার পরলোকে গতি তার ।২।
ডাক আছে যশোদার, চল তবে নন্দ আগার,
শিঘ্র চল ওগো রাই দেরি করিও না আর ।৩।
বৈদ্য এসেছে কোথাকার; উপায় করেছে তার,
ছিদ্র ঘটে আনতে বারি বৈদ্য পরানের অডার ।৪।

১৮ নং

মাথুর পাল্লার গীত দাঁড় ধরা ঝুমর রাধিকা উক্তি

ওগো বৃন্দে সহচরী, এই নিবেদন করি,
দিনে অন্ধকার হেরি বৃন্দাবন শুন সখি
না রাখিব এ ছার জীবন ।১॥
দুই দিন কড়ার করি, গেল শ্যাম মথুরা পুরি
কেন না আসে না বুঝি কারন শুন সখি না রাখিব
এ ছার জীবন ২।
মন গেছে আসা আছে, তায় এতক্ষণ প্রান বাঁচে
নইলে বুঝি হইত পতন শুন সখি না রাখিব
এ ছার জীবন ৩।
পরান কয় ওগো সখি, তোমা বই কারে না দেখি,
এ দুখেতে করিতে তারন শুন সখি
না রাখিব এ ছার জীবন ।৪।

২৯ নং

বৃন্দে উক্তি

শুন শুন মম বাণী, ও রাই কমলিনী,
আনিব তুমারি প্রাণ বঁধুয়াই শুন ওগো
বিনোদিনী রাই ।১।
তব চরন কৃপাবলে, যমুনা পার অবহেলে;
ত্বরা করি যাব আমি মথুরাই ।২।
দাসখত দেখাইব রায় প্রজা বলে নব মানিব না
আমি সে কার দোহায় ।৩।
পরান কয় ওগো প্যারি, দোহে দোহা মিলন করি,
সুখ্যাতি রাখিব আমি এ ধরাই শুন
ওগো বিনোদিনী রাই ।৪।

৩০ নং

চন্দ্রা সখিরে হেরি, ছুতি শুধায় বিনয় করি,
দেখিয়াছ কি মম শ্যাম রাই গো
ও নাগরী বিনয়করি আমি তোমারে শুধায় গো ।১।
রাধার মন চুরি করি, এসেছে মোদের প্রাণ হরি,
বল সজনী পাব কার বাসায় গো ও নাগরী
বিনয় করি আমি তোমারে শুধায় গো ।২।
পরান বলে দয়া করি, যদি দেহ চোরে ধরি
তবে এ তাপিত প্রাণ জুড়াই গো ও নাগরী
বিনয় করি আমি তোমারে শুধায় গো

৩১ নং

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ উক্তি

কোথাকার কাঙ্গালিনী, আসিয়াছ একাকিনী ।
চিত তোমার চাঞ্চল্যতা হেরি বল ধনী তুমি
হও কোন নাগরী ।১।
কিবা নাম কোথা ধাম, কিবা তব মনস্কাম,
বল বল অতি ত্বরা করি বল ধনী তুমি হও কোন
নাগরী ।২।
আসিয়াছ রাজপুরী, তাহেত অবলা নারী
যোগীনির মত বেশধরি বল ধনী তুমি হও
কোন নাগরী ।৩।
মনে হয় এ পরানে, দেখিয়াছি কোনখানে,
দৃঢ় করি বলিতে না পারি । বল ধনী তুমি হও
কোন নাগরী ।৪।

৩১ নং

বৃন্দে উক্তি

ওহে শ্যাম বৃন্দাবনে, ধেনু নয়ে গোচারনে,
রাধা নামে বাজাইতে বাঁশরি তখনি চিনিতে হরি
সে সকল গিয়েছহে পাশুরী ।১।

ঐ নিকুঞ্জবনে, মান ভাঙ্গিবার জন্যে, ক্ষিতি
লুটি রাই চরণধরি, তখনি চিনিতে হরি ।২।
যার জন্যে হৃষিকেশ, সাজিলে হে যোগী বেশ,
চাঁচর চুলে কৈলে জটা ধারি তখনি চিনীতে হরি ।৩।
পরান কয় কালশশি, বাঁশীর বদলে অসি,
বসিয়াছ রাজবেশধরি তখনি চিনিতে হরি
সে সকল গিয়েছ হে পাশুরি ।৪।

৩৩ নং

শ্রীকৃষ্ণ উক্তি

চিনেছি তোমারে সই তুমি বৃন্দে দূতী হও
বল সখি ব্রজের শুভ পরিচয় গো ।১।
পিতা নন্দ মা জননী, আর আমার কমলিনী,
বল সখি মনে করে কি আমায় গো ।২।
শ্রীদাম আদি সখা সকল, আর আমার প্রাণের সুবল,
বল সখি আমার কথা কি শুধায় গো ।৩।
পরানের প্রাণ চঞ্চল, না শুনিয়ে ঐ কুশল,
বল সখি শুনে জীবন জুড়াই গো ।৪।

৩৪ নং

বৃন্দে উক্তি সুর রং

মা যশোদা পিতা নন্দ; কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ গো
মরি হায় হায় । মুর্চ্ছা হয়ে ধুলায় পড়ে আছেন
শ্রীমতি কত কব হে বঁধু ব্রজের দুর্গতি ।১।
যমুনা পার হইলাম; রাই মরিল শুনতে পেলাম,
গো মরি হায় হায় । রাই শ্যাম হারায়ে কাঁদে
গোপ যুবতী ।২।
কোকিল ডাকে তামাল ডালে ভ্রমর লুটাই ক্ষিতি
তলে, গো, মরি হায় হায় । পরান বলে
প্রেমের হাটে হল ডাকাতি ।৪।